দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 AUG 1997
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

33

শিক্ষাঙ্গনে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস

সাধারণতঃ পুঁথিগত বিদ্যার্জনকেই আমরা শিক্ষা বলে থাকি। আর এই পুঁথিগত শিক্ষা যে প্রতিষ্ঠান থেকে দেয়া হয় তাকে শিক্ষাঙ্গন বলে। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের ধারণা তা-ই। কার্যতঃ শিক্ষা শব্দটি গভীর ভাববোধক। শিক্ষাঙ্গনের ক্ষেত্রেও কথাটি সমান প্রযোজ্য। আসলে মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশই হচ্ছে শিক্ষা। কিন্তু আজকের আলোচনা সে বিষয় নিয়ে নয়।

দেশের মানুষ স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়কেই শিক্ষাঙ্গন বলে মনে করে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। আমার আজকের আলোচনা মূলতঃ এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরেই। প্রথমেই নজর দেয়া যাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। আমি এ লেখাটি যখন লিখছি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ভর দুপুরেও রাতের নীরবতা বিরাজ করছে। এখন আর বিশ্ববিদ্যালয় পাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের কলকাকলিতে মুখরিত নয়। কারণ, অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। আর বন্ধের কারণ হচ্ছে— 'সন্ত্রাস।' কেন এই সন্ত্রাস? কারাই বা করছে এসব? দেশবাসীর কাছে এর উত্তর সহজ না হলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কিংবা নেতা-নেত্রীবৃন্দের কাছে এর উত্তর অত্যন্ত সহজ। কথায় আছে, 'মামার বাড়ীর খবর মায়ের কাছে বলতে হয় না।' নেতা-নেত্রীবৃন্দের অবস্থাও তদ্রূপ। তারা জানেন সন্ত্রাসের কলকাঠি কোথা হতে নড়ছে। যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি ছাত্র সংগঠনই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের অংগসংগঠন। রাজনৈতিক দলের স্বার্থেই, রাজনীতিকদের নির্দেশ দেশের মারমুখো ছাত্র নেতারা (!) ছুরি, গুলী, বোমায় প্রকম্পিত করছে। ক্যাম্পাস, রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। নিষ্ঠুর অকাল মৃত্যু ঘটছে হালিম-মুন্নাদের। নিরীহ রিক্সাওয়ালার প্রাণপ্রদীপ নির্বাপিত তাদের (সন্ত্রাসবাদী ছাত্র) অস্ত্রের দোর্দণ্ড প্রতাপে। দশম বারের মতো অনার্স পরীক্ষা স্থগিত। পাস করতে করতে ততদিনে সরকারী চাকরির বয়সের মেয়াদ শেষ। পিতার জমি বিক্রির টাকায় শিক্ষিত হওয়ার মূল্যও সেখানেই শেষ। বাতাসে তবুও বোমার গন্ধ, বোমার আওয়াজ। সাথে সাথে অসহায় পিতা-মাতা-ভাই-বোন-স্ত্রীর, সর্বোপরি সাধারণ ছাত্রদের আর্তনাদ।

অতীতেও ছাত্র রাজনীতি ছিল; ছিলনা শুধু সন্ত্রাস। ছাত্রদের বদৌলতেই ভাষা আন্দোলন, পরবর্তীতে স্বাধীনতা। আর আজ! ছাত্র সংগঠন প্রকাশ্যেই সন্ত্রাসের রাজনীতিতে লিপ্ত।

এ অবস্থার অবসানের একমাত্র উপায় হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সকল প্রকার প্রভাব থেকে মুক্ত করে সঠিক পথে পরিচালিত করা। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য শুধুমাত্র 'পরিষদ' গঠন এবং মিটিং করা নয়; প্রয়োজন সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের বহিষ্কারাদেশ প্রদান। মোদ্দা কথা শান্তির প্রশ্নের সত্যের পক্ষে প্রশাসনকে অটল ও অবিচল থাকতে হবে। অন্যথায় অসহায় সাধারণ ছাত্রদের বোবা আর্তনাদ ধ্বনিত হতে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। নিরাপত্তার আশংকায় ভিসিসহ প্রত্যেক শিক্ষক, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীকে থাকতে হবে শংকিত। সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয় অংগন থেকে 'সন্ত্রাস' নামক শব্দটি কখনোই দূরীভূত হবে না।

—মোঃ নজরুল কবীর, দীপন